

নবম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে -- গরগরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিহিত আঁচল সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই -- তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আঁচল উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, ‘মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)!’

[বিচার ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত]

(নরেন্দ্রের প্রতি) -- “যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

“নিমন্ত্রণবাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য) অন্য খাবার পড়লে আঁচল কমতে থাকে। দই পাতে পাতে পড়লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

“ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে আঁচল শব্দ বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা -- সমাধি।”

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায় হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন ও বলিতেছেন, “হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।”

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বরদর্শন? কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ওই দেখ বর্হিজগতের হুঁশ চলিয়া খাইতেছে। এরই নাম বুঝি অর্ধবাহ্যদশা -- যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়াছিল। এখনও নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত -- যেন চল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন -- আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এত গা-টেপা, পা-টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা করছেন, না শক্তি সঞ্চয় করছেন?

দেখিতে দেখিতে আঁচল ভাবান্তর হইতেছে। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় করে কি বলছেন! বলছেন -- “একটা গান (গা) -- তাহলে ভাল হবো; -- উঠতে পারবো কেমন করে! গৌরাঙ্গের গরগরমাতোয়ারা (নিতাই আমার) --”

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক, চিত্রপুত্তলিকার মতো চুপ করে রহিয়াছেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন -

-

“দেখিস রাই -- যমুনায় যে পড়ে যাবি -- কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী”।

আবার ভাবে বিভোর! বলিতেছেন --

“সখি! সে বন কত দূর! (যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)।

(ওই যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়)! (আমি চলতে যে নারি)!”

এখন জগৎ ভুল হয়েছে -- কাহাকেও মনে নাই -- নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই -- কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁশ নাই। এখন যেন মন-প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে! ‘মদগত-অন্তরাত্মা।’

“গোরা প্রেমে গরগরমাতোয়ারা!” এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন --

“ওই একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি, -- কিন্তু কোন দিক দিয়ে আলোটা আসছে এখনও বুঝতে পারছি না।”

এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে -- মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে --
কোথায় আমি অতি দীন-হীন ॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগত ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র! স্পন্দহীন দেহ! সমাধিস্থ!

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, “আমাকে কে লয়ে যাবে?” বালক যেমন সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণ দশমী -- অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে যাইবেন। গাড়িতে উঠিবেন। ভক্তেরা গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন -- অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠান হইতেছে। এখনও ‘গরগরমাতোয়ারা!’

গাড়ি চলিয়া গেল। ভক্তেরা যে যার বাড়ি যাইতেছেন।